[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] (№.) [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] (№.) [redacted] ([redacted] [redacted]) [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

№ [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] ([redacted]) [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]-[redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] (№.)-№ [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] (№.)-№ [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted]

বিদ্যালয়ে ঈদে মিলাদুন্নবী অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে আলোচনা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের সভাপতি মো. হাসিবুর জামান স্বপন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বিএসসি হাবিবুর রহমান।

এ সময় বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক মো. হাফিজুজ্জামান এবং সহকারী শিক্ষক মো. আবুল হাসান, মো. বশির আহমেদ, মো. রাফিউল ইসলাম, মো. রকিবুল ইসলাম, মো. রাজু রহমান, মো. হাবিবুর রহমান, মো. রিপন, মো. ইব্রাহিম খলিল, মো. রুবেল হোসেন, মো. তুষার ইমরান, মোছা. শাহানাজ খাতুন ও নার্গিস চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন। পরে শিক্ষার্থীরা হামদ ও নাত পরিবেশন করেন। হামদ-নাত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

এ সময় বক্তারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবন, আদর্শ ও মানবতার শিক্ষার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। অনুষ্ঠান শেষে দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করে দোয়া করা হয়।

অনুষ্ঠানে মো. শহীদুল ইসলামসহ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারীরাও উপস্থিত ছিলেন।

তালাক দেওয়ায় কলেজ ছাত্রীকে

কুপিয়ে হাত বিচ্ছিন্নের অভিযোগ, অভিযুক্ত সায়ন আটক

প্রেম নয়, তালাক দেওয়াকে কেন্দ্র করে কলেজছাত্রী স্মৃতি খাতুনকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করার অভিযোগ উঠেছে সায়ন নামে এক যুবকের বিরুদ্ধে। হামলায় স্মৃতির ডান হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। মেয়েকে বাঁচাতে এগিয়ে গেলে তার বাবা সেলিম হোসেন ও মা রেবেকা খাতুনকেও কুপিয়ে আহত করা হয়। এ ঘটনায় অভিযুক্ত সায়নকে আটক করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) দিবাগত রাত দেড়টার দিকে মেহেরপুর শহরের লর্ড মার্কেট এলাকায় ইলেকট্রনিক ব্যবসায়ী সেলিম হোসেনের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবীর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। আহত তিনজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

অভিযুক্ত সায়ন শহরের মল্লিকপাড়া এলাকার হোটেল ব্যবসায়ী আবু তালেবের ছেলে। তিনি পেশায় ট্রাকচালক।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সেলিম হোসেন, তার স্ত্রী রেবেকা খাতুন ও মেয়ে স্মৃতি খাতুন নিজ বাড়িতে ঘুমিয়ে ছিলেন। রাত দেড়টার দিকে জানালা দিয়ে সেলিম হোসেনের বাড়িতে প্রবেশ করে সায়ন। এরপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে স্মৃতির ওপর অতর্কিত হামলা চালায়।

একপর্যায়ে কুপিয়ে তার ডান হাত বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

স্মৃতির চিৎকার শুনে পাশের কক্ষ থেকে তার বাবা-মা ছুটে এলে সায়ন তাদের ওপরও ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালায়। এতে তারা গুরুতর আহত হন। পরে সায়ন ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

তাদের চিৎকার শুনে স্থানীয়রা এগিয়ে এসে গুরুতর আহত তিনজনকে উদ্ধার করে ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান।
খবর পেয়ে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একাধিক দল ঘটনাস্থলে যায়।

ঘটনার পর থেকে পলাতক ছিলেন সায়ন। বুধবার (২৬ আগস্ট)

সকাল ৭টার দিকে শহরের মল্লিকপাড়ার একটি আমবাগান থেকে তাকে আটক করে পুলিশ।

এদিকে, সকালে র্যাবের একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি হুমায়ুন কবীর জানান, সায়ন ও স্মৃতির মধ্যে দীর্ঘদিনের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। কিছুদিন আগে তারা বিয়ে করেন। বিয়ের কয়েকদিন পর দাম্পত্য কলহের জেরে স্মৃতি সায়নকে তালাক দেন। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, এ কারণেই হামলার ঘটনা ঘটেছে।

তিনি আরও জানান, আটক সায়নকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে হামলার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে।

মেহেরপুরে তরুণীর হাত কুপিয়ে বিচ্ছিন্ন, অভিযুক্ত সায়ন আটক

মেহেরপুর শহরের লর্ড মার্কেট এলাকায় বাড়িতে ঢুকে এক তরুণীর ডান হাত কুপিয়ে কবজির ওপর থেকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগ উঠেছে সায়ন নামের এক যুবকের বিরুদ্ধে। মেয়েকে বাঁচাতে এগিয়ে এলে তরুণীর বাবা ও মাকেও কুপিয়ে আহত করা হয়। ঘটনার পর শহরের মল্লিকপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত সায়নকে আটক করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ।

বুধবার (২৬ আগস্ট) রাত দেড়টার দিকে লর্ড মার্কেট এলাকার ইলেকট্রনিক ব্যবসায়ী সেলিম হোসেনের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন—লর্ড মার্কেট এলাকার ইলেকট্রনিক ব্যবসায়ী সেলিম হোসেন, তাঁর স্ত্রী রেবেকা খাতুন এবং তাঁদের মেয়ে স্মৃতি আক্তার। হামলায় স্মৃতি আক্তারের ডান হাত কবজির ওপর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। গুরুতর আহত তিনজনকে প্রথমে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে তাঁদের উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় রেফার করা হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার রাত দেড়টার দিকে সায়ন সেলিম হোসেনের বাড়িতে প্রবেশ করেন। এ সময় তিনি ধারালো অস্ত্র দিয়ে স্মৃতি আক্তারের ওপর হামলা চালান। একপর্যায়ে কুপিয়ে তাঁর ডান হাত কবজির ওপর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেন।

স্মৃতির চিৎকার শুনে পাশের কক্ষ থেকে তাঁর বাবা-মা এগিয়ে এলে তাঁদের ওপরও হামলা চালানো হয়। এতে সেলিম হোসেন ও রেবেকা খাতুন আহত হন। পরে দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান সায়ন।

চিৎকার শুনে স্থানীয়রা এগিয়ে এসে আহত তিনজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। খবর পেয়ে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একাধিক দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তকে আটকের জন্য অভিযান শুরু করে।

পরে শহরের মল্লিকপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে সায়নকে আটক করে সদর থানা পুলিশ। অভিযুক্ত সায়ন ওই এলাকার হোটেল ব্যবসায়ী আবু তালেবের ছেলে।

মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) হুমায়ুন কবীর বলেন, “ঘটনার পর অভিযুক্তকে আটক করা হয়েছে। হামলার কারণ ও ঘটনার সঙ্গে জড়িত বিষয়গুলো তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।”

এদিকে, বাড়িতে ঢুকে এমন নৃশংস হামলার ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। কী কারণে এই হামলা এবং এর পেছনে কোনো পূর্ববিরোধ বা সম্পর্কের বিষয় রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

মেহেরপুরে প্রেমিকার হাতের কব্জি কেটে বিচ্ছিন্ন করলো প্রেমিক, বাবা-মাও আহত

মেহেরপুর শহরে গভীর রাতে বাড়িতে ঢুকে প্রেমিকার ডান হাত কুপিয়ে কবজির ওপর থেকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগ উঠেছে সায়ন নামের এক যুবকের বিরুদ্ধে। মেয়েকে বাঁচাতে এগিয়ে এলে প্রেমিকার বাবা ও

মাকেও কুপিয়ে আহত করে পালিয়ে যায় ওই যুবক।

মঙ্গলবার দিবাগত গত রাত দেড়টার দিকে শহরের লর্ড মার্কেট এলাকায় ইলেকট্রনিক ব্যবসায়ী সেলিম হোসেনের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন—লর্ড মার্কেট এলাকার ইলেকট্রনিক ব্যবসায়ী সেলিম হোসেন, তার স্ত্রী রেবেকা খাতুন এবং তাদের মেয়ে স্মৃতি আক্তার। এ ঘটনায় স্মৃতি আক্তারের ডান হাত কবজির ওপর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। গুরুতর আহত তিনজনকে প্রথমে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাদের ঢাকায় রেফার করা হয়েছে।

অভিযুক্ত শায়ন শহরের মল্লিকপাড়া এলাকার হোটেল ব্যবসায়ী আবু তালেবের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার রাত দেড়টার দিকে সায়ন সেলিম হোসেনের বাড়িতে প্রবেশ করে তার মেয়ে স্মৃতি আক্তারের ওপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালায়। একপর্যায়ে কুপিয়ে স্মৃতির ডান হাত কবজির ওপর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। মেয়ের চিৎকার শুনে পাশের কক্ষ থেকে তার বাবা-মা এগিয়ে এলে তাদেরও কুপিয়ে আহত করে দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত যুবক।

পরে স্থানীয়রা গুরুতর আহত অবস্থায় তিনজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। খবর পেয়ে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একাধিক দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারে অভিযান শুরু করে। মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) হুমায়ন কবীর ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, অভিযুক্ত শাইওনকে গ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান চলছে। হামলার কারণ ও পূর্ববিরোধের বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

এ ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

চল্লিশ বছর পর বন্ধ হলো মেহেরপুরের হিজুলী মাঝপাড়ার রাস্তা, চরম ভোগান্তিতে বাসিন্দারা

মেহেরপুর সদর উপজেলার হিজুলী মাঝপাড়ায় প্রায় ৪০ বছর ধরে স্থানীয় বাসিন্দাদের চলাচলের জন্য ব্যবহৃত একটি রাস্তা বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। হিজুলী গ্রামের আওলাদ মালিথার ছেলে সোনা ও কামালের বিরুদ্ধে রাস্তাটি অবরুদ্ধ করার অভিযোগ এনেছেন ভুক্তভোগী পরিবারগুলো।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘ চার দশক ধরে মাঝপাড়ার সাধারণ মানুষ এই পথ দিয়ে নিয়মিত যাতায়াত করে আসছিলেন। তবে সম্প্রতি সোনা ও কামাল কোনো ধরনের পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই রাস্তাটিতে বাধা সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষের চলাচল বন্ধ করে দেন বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয়রা। এর ফলে পাড়ার একাধিক পরিবার অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে।

রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন শিক্ষার্থী, বৃদ্ধ ও অসুস্থ ব্যক্তিরা। জরুরি প্রয়োজনে বা দৈনন্দিন কাজে ঘরের বাইরে বের হওয়ার কোনো বিকল্প পথ না থাকায় মারাত্মক কষ্টে দিন কাটছে তাদের।

ভুক্তভোগী বাসিন্দারা জানান, দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহৃত সামাজিক এই পথটি হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয়ভাবে একাধিকবার আপস-মীমাংসার চেষ্টা করা হলেও অভিযুক্তরা তা আমলে নেননি বলে অভিযোগ করেন তারা। দ্রুত চলাচলের পথটি উন্মুক্ত করে স্বাভাবিক যাতায়াত নিশ্চিত করতে মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসন ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের জরুরি হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন এলাকাবাসী।

এ বিষয়ে কামাল, যিনি মৃত আওলাদ মালিথার ছেলে, বলেন, “এটা আমাদের নিজস্ব সম্পত্তি। এই ৯-১০টি পরিবারকে আমরা এ যাবৎ যাতায়াত করতে দিয়েছি। যাতায়াত করতে দেওয়ার পরও তারা আমাদের বিভিন্ন ভাষায় গালিগালাজ করেন। এ কারণে আমরা রাস্তা বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছি।”

[redacted]

[redacted]-[redacted] [redacted] [redacted] [

মেহেরপুর আদালতের পিপি পুনঃনিয়োগ পেলেন সাইদুর রাজ্জাক

মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) হিসেবে পুনঃনিয়োগ পেয়েছেন অ্যাডভোকেট এ এস এম সাইদুর রাজ্জাক (টোটন)।

গতকাল মঙ্গলবার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের সলিসিটর অনুবিভাগের (জিপি-পিপি শাখা) বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র সহকারী সচিব (পিপি-জিপি) মো. ফারুক হোসাইনের স্বাক্ষরিত এক পত্রে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

অ্যাডভোকেট এ এস এম সাইদুর রাজ্জাক (টোটন) মেহেরপুর সদর উপজেলার শালিকা গ্রামের মৃত জহিরুল হামিদের ছেলে। তিনি ২০০৪ সালের ১৪ জুলাই আইনজীবী সমিতিতে যোগদান করেন।

এর আগে তিনি ২০২৫ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে একই বছরের ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

পুনঃনিয়োগের মাধ্যমে তিনি পুনরায় মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

মেহেরপুর র্যাবের অভিযানে বিপুল ভারতীয় সিরাপ ও নগদ টাকা

উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার সীমান্তবর্তী এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ ভারতীয় সিরাপ, নগদ টাকা ও মাদক পরিবহনে ব্যবহৃত একটি মোটরসাইকেলসহ ইমন আহম্মেদ (২৪) নামে এক যুবককে আটক করেছে র্যাব-১২ মেহেরপুর ক্যাম্পের সদস্যরা।

মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) দুপুরে জীবননগর উপজেলার নতুনপাড়া এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। আটক ইমন আহম্মেদ উপজেলার নতুনপাড়া এলাকার বাসিন্দা জাহাঙ্গীর আলমের ছেলে।

র্যাব-১২ সিপিসি-৩ মেহেরপুর ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার (ভারপ্রাপ্ত) সহকারী পুলিশ সুপার হান্নান হাওলাদার জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জীবননগর উপজেলার সীমান্তবর্তী নতুনপাড়া এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযান চালানো হয়। এ সময় ইমন আহম্মেদকে আটক করা হয়।

পরে তাঁর কাছ থেকে ৫৪২ বোতল স্ক্যার্ফ সিরাপ ও ১১০ বোতল উইনক্যারেক্স সিরাপ, মোট ৬৫২ বোতল সিরাপ উদ্ধার করা হয়। এছাড়া তাঁর হেফাজত থেকে নগদ ১৬ লাখ ৭৫ হাজার টাকা এবং মাদক পরিবহনে ব্যবহৃত একটি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে।

উদ্ধার করা সিরাপগুলো ভারতীয়। সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে এসব সিরাপ বাংলাদেশে এনে মাদক হিসেবে সরবরাহ বা বিক্রির উদ্দেশ্য ছিল কি না, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। একই সঙ্গে উদ্ধার হওয়া বিপুল পরিমাণ নগদ টাকার উৎস নিয়েও তদন্ত চলছে।

র্যাব-১২ মেহেরপুর ক্যাম্প সূত্রে জানা গেছে, সীমান্তবর্তী এলাকায় মাদকদ্রব্যের চোরাচালান ও পরিবহন বন্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মঙ্গলবারের অভিযানটি পরিচালনা করা হয়। অভিযানে উদ্ধার হওয়া সিরাপ, নগদ টাকা ও মোটরসাইকেল আইনগত প্রক্রিয়ায় জব্দ করা হয়েছে।

এ ঘটনায় আটক ইমন আহম্মেদের বিরুদ্ধে জীবননগর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এর ৩৬(১) সারণির ১৪(গ)/৩৮/৪১ ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

র্যাব জানিয়েছে, সীমান্ত এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযান আরও জোরদার করা হবে। একই সঙ্গে মাদক চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি ও

সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজে ‘ক্যারিয়ার অ্যান্ড সাকসেস’ বিষয়ে মতবিনিময় সভা

গাংনী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের নিয়ে ভবিষ্যৎ গড়ার দিকনির্দেশনামূলক অনুষ্ঠান ‘ক্যারিয়ার অ্যান্ড সাকসেস’ বিষয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার সকাল ১১টার দিকে কলেজের হলরুমে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়।

কলেজের অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ স্বপন সভার শুরুতে উদ্বোধনী বক্তব্যে বলেন, “তোমরা এসএসসি পাস করেছ। কিন্তু কোথায় ভর্তি হলে তোমরা তোমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে, সে সম্পর্কে অনেকেরই স্পষ্ট ধারণা নেই। তোমরা অনেকেই কাঙ্ক্ষিত জিপিএ পাওনি। তাই বলে তোমাদের জীবন থেমে থাকবে না। কাঙ্ক্ষিত জিপিএ না পাওয়ার কারণে তোমরা কষ্ট পেয়ো না। এই না পাওয়ার যন্ত্রণাকে শক্তিতে পরিণত করে তোমাদের সঠিক দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্যই আমাদের এই আয়োজন।”

তিনি আরও বলেন, “জীবন গড়ার জন্য জিপিএ একমাত্র মাপকাঠি নয়। জীবনে অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে হয়। ক্যারিয়ার গড়ার জন্য পূর্বের হতাশা বা ব্যর্থতাকে পাশ কাটিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। সামনে তোমাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময়কে কাজে লাগাতে হবে।”

তিনি বলেন, অনেক শিক্ষার্থী এসএসসি পাস করার পর অর্জিত জিপিএ অনুযায়ী কোথায় ভর্তি হলে এইচএসসিতে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করতে পারবে, সে বিষয়ে ধারণা পায় না। এ কারণে ‘ক্যারিয়ার অ্যান্ড সাকসেস’ কর্মসূচির মাধ্যমে তাদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেওয়ার

ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ স্বপন বলেন, “এইচএসসি বিএমটি কোর্সটি অত্যন্ত বাস্তবসম্মত ও যুগোপযোগী। এ কারণে আমাদের প্রতিষ্ঠানের দক্ষ শিক্ষকমণ্ডলীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার ব্যবস্থা করেছি। বিএমটি কোর্সের সিস্টেম এবং বেশ কিছু বিষয়ে ব্যবহারিক ও বাস্তব প্রশিক্ষণে নম্বর থাকায় এখানে ভালো জিপিএ অর্জন করা সম্ভব। যা পরবর্তীতে অনার্সে ভর্তির ক্ষেত্রেও সহায়ক হবে।”

তিনি আরও বলেন, “আমাদের অনেক শিক্ষার্থী এসএসসি পাস করার পর বাস্তবমুখী ও যুগোপযোগী বিষয়ে ভর্তি না হওয়ায় একপর্যায়ে তাদের পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যায়। সেজন্য তোমাদের বলছি, তোমরা বিএমটি কোর্সে ভর্তি হয়ে কাঙ্ক্ষিত জিপিএ অর্জনের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষায় যাওয়ার সুযোগ তৈরি করো।”

তিনি জানান, এখানে ট্রেডভিত্তিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা তুলনামূলক কম হওয়ায় শিক্ষকদের কাছ থেকে সরাসরি বিভিন্ন বিষয়ে জানার সুযোগ রয়েছে। পাশাপাশি প্রত্যেক শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আন্তরিকতার সঙ্গে পাঠদান করতে পারেন।

তিনি বলেন, “বর্তমান বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে বাস্তবমুখী ও উপার্জনক্ষম বিষয়ে লেখাপড়ার বিকল্প নেই। তাই আমরা তোমাদের কাছে আবেদন রাখতে চাই—তোমরা কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করো এবং বিএমটি কোর্সে ভর্তির মাধ্যমে নিজেকে যোগ্য মানুষ হিসেবে গড়ে তুলে দেশের উন্নতি ও অগ্রযাত্রায় অংশগ্রহণের সুযোগ নাও—এটাই আমাদের প্রত্যাশা।”

এ সময় ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ফিদা হাসান, মানবসম্পদ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক শরিফুল ইসলাম, বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক কামরুজ্জামান, কম্পিউটার অপারেশন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ওয়াহেদ বিন হোসেন মিন্টু, হিসাববিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আব্দুল কুদ্দুস, ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রবিউল ইসলাম, হিসাববিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক মহিববুর রহমান, প্রভাষক আকিবুল হোসেন, প্রভাষক মাসুদুর রহমান, বকুলুজ্জামান লিটন ও প্রভাষক জেসমিন আজাদসহ বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, কলেজের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।